শান্তিশতকম্

সানুবাদম্

বৰ্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর শ্রীল শ্রীযুক্ত স্তর্
বিজয়চন্দ্ মহ্‌তাব্ কে, সি, এস্, আই, কে, সি, আই, ই,
আই, ও, এম, মহোদয়ের অনুমত্যনুসারে

শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক অনূদিত।

বৰ্দ্ধমান—রাজবাটী।

বঙ্গাব্দ ১৩২১।

॥ অবনীনাথ সংগ্রহ ॥

PRINTED AND PUBLISHED BY G. C. NEOGI,
NABABIBHAKAR PRESS
91-2, Machuabazar Street,
Calcutta:
1914

বিজ্ঞাপন

সন ১২৯৮ সালে সানুবাদ শান্তিশতক শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কপূর সাহেব সি, এস, আই, মহোদয়ের ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়া সাধারণে বিতরিত হইয়াছিল। পুস্তকগুলি বিতরণ করিয়া একেবারে নিঃশেষ হওয়ায়, পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়াও প্রার্থীগণ বিফল মনোরথ হইতেছেন; এবং অনেকে শান্তিশতক পুনর্মুদ্রিত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশও করিতেছেন। তচ্ছ্রবণে সাহিত্যানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী, উদারচেতা বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, অনারেবল সার্ শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্ মহতাব্, কে, সি, এস, আই; কে, সি, আই, ই; আই, ও, এম্; মহোদয় সানুগ্রহে শান্তিশতক পুনর্মুদ্রিত করিবার আদেশ প্রদান করায়, ইহা যথাসম্ভব সংশোধন করতঃ তদীয় ব্যয়ে মুদ্রিত করা হইল। আশা করি শান্তিপূর্ণ শান্তিশতক পাঠকমহোদয়গণের শান্তিপ্রদ হইবে। ইতি

বর্দ্ধমান,
রাজবাটী।

বিনীত
শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়।

উপহার।

যত্রাঽহর্নিশং বিলসতঃ কমলা চ বাণী
যোধূর্জ্জটেঃ করুণয়া চিরবর্দ্ধমানঃ।
নিত্যং সখাঽস্তি বিজয়োঽপি চ সাদরং মে
শান্তেঃ শতং সুনিহিতং শুচি তত্‌করাব্জে॥

কমলা বাণীর সনে যথা বিদ্যমান।
ধূর্জ্জটির বরে যিনি সদা বর্দ্ধমান।
বিজয় যাঁহার সাথী আছে চিরতরে
শান্তি শত তাঁর করে সঁপিনু সাদরে॥

শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়।

নিবেদন।

জনম তোমার করমের তরে
কর্ম্মেই জনম পেয়েছ ॥
পঞ্চভূত দেহ ধন জন আদি
কর্ম্ম ফলেই লভেছ ॥ ১ ॥
ললাটের লেখা করমেরই ফল
কর্ম্মই সদা খেলিছে।
সংসার মুকুরে করমেরি ছবি
অঙ্কিত সদা রয়েছে ॥ ২ ॥
অক্ষর হইতে ব্রহ্মের উদ্ভব
ব্রহ্ম হইতেই কর্ম্ম।
কর্ম্ম ব্রহ্ম জ্ঞানে করম করিলে
লভিবে পরম ধর্ম্ম ॥ ৩ ॥
কামনা ছাড়িয়া ঈশ্বরে সঁপিয়া
যে কাজ করিবে তুমি।
বন্ধন ঘুচিবে হেলায় লভিবে
বিমল আনন্দ ভূমি ॥ ৪ ॥

শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়।

পূজা।

শান্তি পূর্ণ শান্তি শক্তি, শান্তির আধার,
জ্ঞানের ভাণ্ডার, আর বৈরাগ্যের সার,
মর্ম্মভেদী দুঃখপ্রদ মায়ার নিগড়
ভাঙ্গিবার উপযুক্ত কঠিন মুদ্গর।
যে মহাত্মা রচিলেন মোদের লাগিয়া,
পূজি তাঁর পাদপদ্ম ভক্তি পুষ্প দিয়া।

শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়।

শান্তি শতকম্

নমস্যামো দেবান্ ননু হতবিধেস্তেঽপি বশগা
বিধির্ব্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তকর্ম্মৈকফলদঃ।
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
নমস্তৎকর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি ॥১॥

গ্রন্থারম্ভে দেবগণে করি নমস্কার
কি ফল; তাঁহারা বশবর্ত্তী বিধাতার;
তবে কি বিধির পদ করিব বন্দন?
তাতেই বা কিবা ফল হইবে সাধন?
বিধাতা ত ফল দেন কর্ম্ম অনুসারে,
তবে কিবা ফল দেব বিধি নমস্কারে?
সেই কর্ম্ম পুঞ্জে আমি করি নমস্কার
প্রভুত্ব যাহার 'পরি নাহি বিধাতার॥১॥

আত্মজ্ঞানবিবেকনির্ম্মলধিয়ঃ কুর্ব্বন্ত্যহো দুষ্করম্
যন্মুঞ্চন্ত্যুপভোগভাঞ্জ্যপি ধনান্যেকান্ততো নিস্পৃহাঃ।
ন প্রাপ্তানি পুরা ন সম্প্রতি নচ প্রাপ্তৌ দৃঢ়প্রত্যয়াঃ
বাঞ্ছামাত্রপরিগ্রহাণ্যপি বয়ং ত্যক্তুং ন, তানি ক্ষমাঃ ॥২॥

আত্মজ্ঞান বিবেকেতে ধৌত যার মন
আহা কি দুষ্কর কার্য্য করেন সাধন,
ধন ধান্য ভোগ্য বস্তু বিবিধ প্রকার;
সকলে নিস্পৃহ হয়ে করে পরিহার।

আর মোরা যাহা কিছু পূর্ব্বে পাই নাই,
এখন ত নাই, পরে পাই কি না পাই।
আশা মাত্র; কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এমন
পারিনা কিছুতে তাহা করিতে বর্জ্জন ॥২॥

ধন্যানাং গিরিকন্দরোদরভুবি জ্যোতিঃ পরং ধ্যায়তা-
মানন্দাশ্রুজলং পিবন্তি শকুনা নিঃশঙ্কমঙ্কে স্থিতাঃ।
অস্মাকন্তু মনোরথোপরচিত-প্রাসাদ-বাপীতট-
ক্রীড়াকানন-কেলিমণ্ডপ-জুষামায়ুঃ পরং ক্ষীয়তে ॥৩॥

সার্থক জনম ভবে লভে যোগীগণ,
পর্ব্বত কন্দরে বিভু ধ্যানেতে মগন
অবিরল প্রেম অশ্রু হয় প্রবাহিত,
অঙ্কে বসি পিয়ে পাখী অশঙ্কিত চিত।
আমরা, কেবল হায় আশায় মগন,
কল্পনায় কত বস্তু করি সঙ্কলন।
অট্টালিকা পুষ্পবন দিব্য সরোবর
কেলি কুঞ্জ বিলাসের দ্রব্য বহুতর।
মনে এ কল্পিত স্থানে সুখেতে বিহরি,
কিন্তু নাহি ভাবি কাল লয় আয়ু হরি ॥৩॥

বিশীর্ণঃ প্রারম্ভো বপুরপি জরাব্যাধিবিধুরম্
গতং দূরে বিপ্র-স্বজনভরণং বাঞ্ছিতমপি।
ইদানীং ব্যামোহাদহহ! বিপরীতে হতবিধৌ
বিধেয়ং যত্তত্ত্বং স্ফুরতি মম নাহদ্যাপি হৃদয়ে ॥৪॥

ক্রিয়া কান্ত কুটুম্বাদি ভরণ পোষণে,
কতই আনন্দলাভ করিতাম মনে!
এবে জরাব্যাধি বশে শরীর বিকল
তিরোহিত প্রায় হায় উদ্যম সকল।
কিন্তু হতবিধিকৃত মোহের ছলনে
এখন ত তত্ত্বজ্ঞান স্ফুরিল না মনে ॥৪॥

বীভৎসাঃ প্রতিভান্তি কিন্ন বিষয়াঃ কিন্তু স্পৃহায়ুষ্মতী
দেহস্যাপচয়ো মতৌ নিবিশতে গাঢ়ো গৃহেষু গ্রহঃ।
ব্রহ্মোপাস্যমিতি স্ফুরত্যপি হৃদি ব্যাবর্ত্তিকা বাসনা
কা নামেয়মতর্ক্যহেতুগহনা দৈবী সতাং যাতনা ॥ ৫ ॥

বিষয় যে অতিশয় ঘৃণার আলয়,
জানি, কিন্তু মনে সদা স্পৃহার উদয়।
নিশ্চয় হইবে জানি এ দেহ পতন,
তবু লালায়িত হই ঐশ্বর্য্য কারণ,
জানি না কি সার ভবে ব্রহ্ম উপাসনা?
কিন্তু, তাহে বাধা দেয় বিষয় বাসনা,
হায় সুজনের এই দৈব বিড়ম্বন
পারি না কারণ করিবারে নির্দ্ধারণ ॥ ৫ ॥

অজানন্ দাহার্ত্তিং বিশতি শলভোদীপদহনম্
ন মীনোপি জ্ঞাত্বা বৃতবড়িশমশ্নাতি পিশিতম্।
বিজানন্তোঽপ্যেতান্ বয়মিহ বিপজ্জালজড়িতান্
ন মুঞ্চামঃ কামানহহ! গহনো মোহমহিমা ॥ ৬ ॥

দীপের দাহিকা শক্তি না জানি পতঙ্গ
মুগ্ধ হয়ে পড়ে, তাহে ভস্ম হয় অঙ্গ।
বড়িশ আবৃত ভোজ্যে মীন নাহি জানে,
মুগ্ধ হয়ে গ্রাসি তাই হারায় পরাণে।
বিবিধ বিপদ যুক্ত জানি এ সংসার
না পারি ছাড়িতে কিবা মহিমা মায়ার ॥ ৬ ॥

ক্ষান্তং ন ক্ষময়া গৃহোচিতসুখং ত্যক্তং ন সন্তোষতঃ
সোঢ়া দুঃসহশীতবাততপনক্লেশা ন তপ্তং তপঃ।
ধ্যাতং বিত্তমহর্নিশং ন চ পুনর্ব্বিষ্ণোঃ পদং শাশ্বতম্
তত্তৎকর্ম্ম কৃতং যদেব মুনিভিস্তৈস্তৈঃ ফলৈর্বঞ্চিতম্ ॥৭॥

সুখ দুঃখ অপমান, মানাদিতে সমজ্ঞান,
শীত বাত রৌদ্র ক্লেশ সহে মুনিগণ ;
সংসারে হইয়া রত, দুঃখ-রাশি রাশি কত,
অশক্তি-বশতঃ সহি তাঁদের মতন।
ব্রহ্মপদ দিবানিশি, অন্তরে ধেয়ায় ঋষি,
বিমল আনন্দ ভুঞ্জে, লভে মুক্তিফল ;
মোদের নিয়ত ধ্যান, কিসে হবে ধন মান
কর্ম্মোচিত ফল, পাপ চিন্তায় কেবল ॥ ৭ ॥

কৃত্বা শস্ত্রবিভীষিকাং কতিপয়গ্রামেষু দীনাঃ প্রজাঃ
মথ্নন্তো বিটজল্পিতৈরুপহতাঃ ক্ষৌণীভুজস্তে কিল।
বিদ্বাংসোঽপি বয়ং কিল ত্রিজগতীসর্গস্থিতিব্যাপদা
মীশস্তৎপরিচর্য্যয়া ন গণিতো যৈরেষ নারায়ণঃ ॥ ৮ ॥

প্রদর্শিয়া শস্ত্রভয়, গ্রাম মাত্র কতিপয়,
অধিকার করি, রত প্রজার পীড়নে ;
ধূর্ত্ত শঠ চাটুকার, কথায় প্রতীতি যার,
রাজা বলি সেবি মোরা হেন মূঢ় জনে।
তুষ্ট রবে আমা প্রতি, বলিয়া কতই স্তুতি,
করি সেই নরে, হায় নরনাথ বলে ;
সৃষ্টি স্থিতি লয়কারী, নাহি নারায়ণে স্মরি
বিদ্বান্ বলিয়া ভান্ করি কোন্ ছলে ॥ ৮ ॥

নাথে শ্রীপুরুষোত্তমে ত্রিজগতামেকাধিপে চেতসা
সেব্যে স্বস্য পদস্য দাতরি সুরে নারায়ণে তিষ্ঠতি।
যং কঞ্চিৎ পুরুষাধমং কতিপয়গ্রামেশমল্পার্থদম্
সেবায়ৈ মৃগয়ামহে নরমহো মূঢ়া বরাকা বয়ম্ ॥৯॥

শ্রীনাথ পুরুষোত্তম ত্রিভুবন পতি ;
অজস্র করুণা যাঁর জীবগণ প্রতি।
আন্তরিক প্রীতিপুষ্পে, যে পূজে সে পদ,
দয়াময় দেন তারে আপনার পদ।
ছাড়ি তাঁরে কতিপয় গ্রামের অধিপে ;
ক্ষুদ্রচেতা সেবা মোরা করি ক্ষুদ্র নৃপে।
কত পূজা করি সদা করি প্রাণপণ ;
অভাগার লাভ কিন্তু অল্প মাত্র ধন ॥ ৯ ॥

জন্মেদং বন্ধ্যতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া।
কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্ত! চিন্তামণির্ম্ময়া ॥১০॥

ভবভোগ লাভ আশে মানব জনম।
ব্যর্থ করিলাম হায় মতির বিভ্রম!
সুদুর্লভ চিন্তামণি অমূল্য রতন,
তুচ্ছ করি কাচ মূল্যে বেচিনু সেধন ॥ ১০ ॥

যাচ্ঞাশূন্যমযত্নলভ্যমশনং বায়ুঃ কৃতো বেধসা
ব্যালানাং পশবস্তৃণাঙ্কুরভুজঃ সুস্থাঃ স্থলীশায়িনঃ।
সংসারার্ণবলঙ্ঘনক্ষমধিয়াং বৃত্তিঃ কৃতা সা নৃণাম্
যামন্বেষয়তাং প্রযান্তি সততং সর্ব্বে সমাপ্তিং গুণাঃ ॥১১॥

অনায়াসলব্ধ বায়ু করিয়া ভক্ষণ
পরিতৃপ্ত হয় দেখ অজগরগণ,
পশুগণ তৃণাঙ্কুর করিয়া ভোজন,
বনস্থলী মাঝে করে সুখেতে শয়ন,
ভবপারে যেতে পারে যেই বুদ্ধি লয়ে
অর্থ হেতু নাশে নর সেগুণ নিচয়ে ॥ ১১ ॥

যদ্বক্ত্রং মুহুরীক্ষসে ন ধনিনাং ব্রূষে ন চাটুং মৃষা
নৈষাং গর্ব্বগিরঃ শৃণোষি ন পুনঃ প্রত্যাশয়া ধাবসি।
কালে বালতৃণানি খাদসি সুখং নিদ্রাসি নিদ্রাগমে
তন্মে ব্রূহি কুরঙ্গ! কুত্র ভবতা কিন্নাম তপ্তং তপঃ? ॥১২॥

হে কুরঙ্গ! ধনিগণ কাছে নাহি যাও,
তুষ্ট রুষ্ট ভাব তার জানিতে না পাও।
সন্তোষার্থে চাটু কথা না হয় বলিতে,
গর্ব্বভরা বাক্য তার না হয় শুনিতে।

ক্ষুধা পেলে নব নব তৃণ দল খাও ;
তৃপ্ত মনে সময়েতে সুখে নিদ্রা যাও।
জিজ্ঞাসি তোমারে ভাই বলহে আমায়
এ সুখ লভিলে তুমি কোন তপস্যায় ॥ ১২ ॥

কামং বনেষু হরিণাস্তৃণেন জীবন্ত্যযত্নসুলভেন।
বিদধতি ধনিষু ন দৈন্যং তে কিল পশবো বয়ং সুধিয়ঃ ॥১৩॥

তৃণভক্ষ্য তৃণশয্যা বন মাঝে বাস ;
করেনা ধনীর কাছে দীনতা প্রকাশ।
এ হেন স্বাধীন মৃগে পশু বলি মোরা,
পরসেবী হয়ে হই পণ্ডিত আমরা ॥ ১৩ ॥

আস্বাদ্য স্বয়মেব বচ্মি মহতীর্ম্মর্ম্মচ্ছিদোবেদনা
মা ভূৎ কস্যচিদপ্যয়ং পরিভবো যাচ্ঞেতি সংসারিণঃ।
পশ্য ভ্রাতরিয়ং হি গৌরবজরা-ধিক্কারকেলিস্থলী-
মানম্লানমসীগুণব্যতিকরপ্রাগল্‌ভ্যগর্ব্বচ্যুতিঃ ॥১৪॥

মর্ম্মভেদী যন্ত্রণার পেয়ে আস্বাদন,
যাচ্ঞা করিবারে সবে করি নিবারণ।
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান আদি গুণের গৌরব
একমাত্র যাচ্ঞায় নাশ করে সব,
যাচ্ঞায় কুল গর্ব্ব খর্ব্ব সমুদয়,
এ দুঃখ গৃহীরে যেন সহিতে না হয় ॥ ১৪ ॥

ক গন্তাহসি ? ভ্রাতঃ ! কৃতবসতয়ো যত্র ধনিনঃ
কিমর্থং ? প্রাণানাং স্থিতিমনুবিধাতুং কথমপি।

ধনৈর্যাচ্ঞালব্ধৈর্ননু পরিভবোঽভ্যর্থনফলম্‌
নিকারোঽগ্রে পশ্চাদ্ধনমহহ ! ভোস্তদ্ধি নিধনম্‌ ॥১৫॥

হে ভ্রাতঃ ! কোথায় তুমি করিছ গমন ?
যাইতেছি তথা যথা আছে ধনিগণ,
কেন তুমি যাইতেছ ধনিজন পাশে ?
জীবিকার জন্য ধন পাইবার আশে।
হায় ভাই বিবেচনা নাই কি তোমার ?
যাচ্ঞার অগ্রফল লাভ তিরস্কার।
পরে যদি ভাগ্য ক্রমে পাও কিছু ধন
সেত নহে ধনলাভ বস্তুতঃ নিধন ॥ ১৫ ॥

প্রাণানাং বত কিং ব্রুবে কঠিনতাং স্বৈরেব সাবিষ্কৃতা
নিষ্ক্রামন্তি কদাচিদেব হি ন যে যাচ্ঞাবচোভিঃ সমম্‌।
আত্মানং পুনরাক্ষিপামি বিদিতস্থৈর্য্যোঽপি যেষামহো
মিথ্যাশঙ্কিততদ্বিয়োগবিধুরো যৎ প্রার্থয়ে নিত্যশঃ ॥১৬॥

প্রাণের যে কঠিনতা কি বলিব আর
আপনি সে পরিচয় দিতেছি তাহার।
যাচ্ঞার মর্ম্মভেদী দুঃখেতে যখন
দেহ ছাড়ি প্রাণ নাহি করয়ে গমন,
হেন হীন প্রাণরক্ষা করিবার আশে
নিত্য অর্থ প্রার্থী ইহ ধনিজন পাশে ॥ ১৬ ॥

অমীষাং প্রাণানাং তুলিতবিসিনীপত্রপয়সাম্‌
কৃতে কিং নাঽস্মাভির্বিগলিতবিবেকৈর্ব্যবসিতম্‌।

যদীশানামগ্রে দ্রবিণকণ-মোহান্ধ মনসাম্
কৃতং বীতব্রীড়ৈর্নিজগুণকথা-পাতকমপি ॥১৭॥

পদ্মপত্রস্থিত জল বিন্দুর মতন,
অতীব চঞ্চল এই নশ্বর জীবন।
তথাপি তাহার লাগি কত হেয় কাজ,
করিতে অন্তরে কিছু নাহি ভাবি লাজ।
ধনমোহে অন্ধচিত্ত ধনীর সম্মুখে,
আপনার গুণগান করি নিজ মুখে ;
এরূপ পাতক কত করি অনুষ্ঠান,
রক্ষা করিতেছি হায় নির্লজ্জ পরাণ ॥ ১৭ ॥

বীভৎসা বিষয়া জুগুপ্সিততমঃ কায়ো বয়ো গত্বরম্
প্রায়োবন্ধুভিরধ্বনীব পথিকৈর্যোগো বিয়োগাবহঃ।
হাতব্যোঽয়মসার এব বিরসঃ সংসার ইত্যাদিকম্
সর্ব্বস্যৈব হি বাচি চেতসি পুনঃ কস্যাঽপি পুণ্যাত্মনঃ ॥১৮॥

জঘন্য ধরার সকল বিষয় ;
ঘৃণিত এ দেহ রস রক্তময় ;
প্রতিক্ষণে আয়ু হইতেছে ক্ষয়,
এজীবন কভু চিরস্থায়ি নয়
পথিকে পথিকে পথেতে যেমতি,
পুত্র মিত্র সহ মোদের তেমতি,
সংযোগ বিয়োগ বিধির নিয়তি,
অন্যথা না হয় তাঁহার লিখন।
অনিত্য সংসার অনিত্য জীবন
অনিত্য বান্ধব পুত্র পরিজন

মুখেতে অনেকে বলে এ বচন
ছাড়িতে শকতি কিন্তু হয় কার?
মায়ার নিগড় যে করেছে ভঙ্গ,
যার হৃদে নহি আশার তরঙ্গ,
সন্তুষ্ট যে জন করি সাধুসঙ্গ,
সফল জনম এসংসারে তার ॥ ১৮ ॥

তড়িন্মালালোলং প্রতিদিবসদত্তান্ধতমসম্
ভবে সৌখ্যং হিত্বা শমসুখমুপাদেয়মনঘম্।
ইতি ব্যক্তোদ্গারং চটুলবচসঃ শূন্যমনসো
বয়ং বীতব্রীড়াঃ শুক ইব পঠামঃ পরমমী ॥১৯॥

মানবের বৈষয়িক সুখ যে সকল
তড়িতের মত হয় অতীব চঞ্চল।
বিজলী প্রকাশ অন্তে যথা অন্ধকার
সুখ অবসানে হয় দুঃখ সে প্রকার।
অতএব ইহা হতে হইয়া বিমুখ,
অবলম্বনীয় এক মাত্র শান্তি সুখ।
প্রকাশি এ সব কথা কেবল বচনে
শুক যথা কৃষ্ণ কথা কহে শূন্য মনে॥ ১৯ ॥

যদাসৌ দুর্ব্বারঃ প্রসরতি মদশ্চিত্তকরিণঃ
তদা তস্যোদ্দামপ্রসররসরূঢ়ৈর্ব্যবসিতৈঃ।
ক তদ্ধৈর্য্যালানং ক চ নিজকুলাচারনিগড়ঃ
ক সা লজ্জারজ্জুঃ ক বিনয়কঠোরাঙ্কুশমপি ॥২০॥

চিত্ত রূপ হস্তী হয় উন্মত্ত যখন,
কে পারে আবেগ তার করিতে বারণ।
ভেঙ্গে যায় ধৈর্য্যরূপ আলান কোথায়,
কুলাচার নিগড়েও বান্ধা নাহি যায়,
লজ্জারূপ রজ্জু যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া
বিনয় অঙ্কুশ রয় নিস্তেজ পড়িয়া॥ ২০॥

ভিক্ষাশনং ভবনমায়তনৈকদেশঃ
শয্যা মহী পরিজনো নিজদেহমাত্রম্।
বাসশ্চ জীর্ণপটখণ্ডনিবদ্ধকন্থা
হাহা! তথাপি বিষয়ান্ন জহাতি চেতঃ ॥২১॥

ভিক্ষালব্ধ অন্নমাত্র করিয়া ভোজন,
দেবগৃহ প্রান্তে বাস করেছি এখন।
ধরা শয্যা নিজদেহ মাত্র পরিজন,
জীর্ণ বস্ত্র ছিন্ন কন্থা মাত্র আবরণ।
হায় হায় চিত্ত হতে বিষয় বাসনা
তথাপিও বিদূরিত হলোনা হলোনা ॥ ২১ ॥

স্বামুদর। সাধু মন্যে শাকৈরপি যদসি লব্ধপরিতোষম্।
হতহৃদয়ং হাধিকাধিকবাঞ্ছাশতদুর্ভরং ন পুনঃ ॥২২॥

হে উদর সাধু আমি বলিহে তোমারে
পরিতুষ্ট হও তুমি শাকান্ন আহারে।
কিন্তু দেখ পোড়া মন দুর্ভর এমন
শত শত বাঞ্ছাতেও হয় না পূরণ॥ ২২॥

শুচাং পাত্রং ধাত্রীপরিণতিরমেধ্যপ্রচয়ভূ
রয়ং ভূতাবাসো বিমৃশ কিয়তীং যাতি ন দশাম্।
তদস্মিন্ ধীরাণাম্ ক্ষণমপি কিমাস্থাতুমুচিতম্
খলীকারঃ কোহয়ং যদহমহমেবেতি রভসঃ ॥২৩॥

পঞ্চভূত সমষ্টিতে এ মানব দেহ
ক্ষণ বিনশ্বর ইহা ভাবে না কি কেহ ?
দেহ প্রতি পণ্ডিতের আস্থা প্রদর্শন,
উচিত না হয় ; কিন্তু করে সর্ব্বজন।
অহং জ্ঞানে মত্ত, বদ্ধ মায়ার প্রভাবে
প্রত্যক্ষ অসৎ বস্তু সত্য বলি ভাবে ॥ ২৩ ॥

রেতঃশোণিতয়োরিয়ং পরিণতির্যদ্বর্ম্ম তচ্চাভব-
মৃত্যোরাস্পদমাশ্রয়ো গুরুশুচাং রোগস্য বিশ্রামভূঃ।
জানন্নপ্যবশী বিবেকবিরহান্মজ্জন্নবিদ্যাম্বুধৌ
শৃঙ্গারীয়তি পুত্রকাম্যতি বত ক্ষেত্রীয়তি স্ত্রীয়তি ॥ ২৪ ॥

শুক্র শোণিতের পরিণাম, এই দেহ
মৃত্যুর আস্পদ, রোগ শোকাদির গেহ।
ইন্দ্রিয় আসক্ত তবু দেখহ মানবে
অবিদ্যা সাগরে মগ্ন বিবেক অভাবে।
পত্নী পুত্র ভূম্যাদির কামনা নিয়ত
না পারে এ বৃত্তি হতে হইতে নিরত ॥ ২৪ ॥

কৈতবকুন্তারবিন্দং ক তদধরমধু ক্বায়তাস্তে কটাক্ষাঃ
ক্বালাপাঃ কোমলাস্তে ক স মদনধনুর্ভঙ্গুরো ভ্রূবিলাসঃ।

ইত্থং খট্টাঙ্গকোটিপ্রকটিতদশনং মঞ্জুগুঞ্জৎসমীরম্
রাগান্ধানামিবোচ্চৈরুপহসতি মহামোহজালং কপালম্ ॥২৫॥

খট্টাঙ্গপ্রান্ত সংলগ্ন এক নরশির,
রয়েছে বিকট দন্ত করিয়া বাহির।
প্রবিষ্ট তাহার মাঝে হয়ে সমীরণ
করিতেছে সুমধুর ধ্বনি-উৎপাদন।
বোধ হয় যেন অনুরাগ অন্ধনরে,
কহিতেছে এই কথা উপহাস করে।
কোথায় এখন সেই প্রফুল্ল বদন?
অধরে মধুর হাসি মধুর বচন?
কুটিল কটাক্ষ জাল কোথায় রহিল
বলি উপহাস করে মহামোহ জাল ॥ ২৫ ॥

শৃণু হৃদয়! রহস্যং যৎ প্রশস্তং মুনীনাম্
ন খলু ন খলু যোষিৎসন্নিধিঃ সংবিধেয়ঃ।
হরতি হি হরিণাক্ষী ক্ষিপ্রমক্ষিক্ষুরপ্রৈঃ
পিহিতশমতনুত্রং চিত্তমপ্যুত্তমানাম্ ॥ ২৬ ॥

একটী রহস্য বলি তোমায় হৃদয়
মুনিগণ পক্ষে যাহা সুপ্রশস্ত হয়।
করোনা করোনা কভু নারী কাছে বাস
কারণ চরমফল তার সর্ব্বনাশ।
ভ্রুকুটী নয়ন বাণ এত তীক্ষ্ণধার
শান্তিবর্ম্ম ভেদি—করে চিত্ত অধিকার ॥ ২৬ ॥

সমাশ্লিষ্যত্যুচ্চৈর্ঘনপিশিতপিণ্ডং স্তনধিয়া
মুখং লালাক্লিন্নং পিবতি চষকং সাসবমিব।
অমেধ্যক্লেদার্দ্রে পথি চ রমতে স্পর্শরসিকো
মহামোহান্ধানাং কিমিব রমণীয়ং ন ভবতি ॥ ২৭ ॥

স্পর্শরসলোলুপ মদনমত্ত নরে
মাংসপিণ্ডে স্তন বলি বিমর্দ্দন করে।
লালাক্লিন্ন মুখে মুখ করিয়া প্রদান।
সীধুপূর্ণ পাত্র বোধে সুখে করে পান।
ক্লেদার্দ্র চর্ম্ম-বিবর অপবিত্র অতি
তথাপি তাহাতে নর সুখে করে রতি,
হায়! যারা মায়া মোহে অন্ধীভূত হয়
তাহাদের পক্ষে কিবা রমণীয় নয়? ॥ ২৭ ॥

অয়মবিচারিতচারুতয়া সংসারো বিভাতি রমণীয়ঃ।
অত্র পুনঃ পরমার্থদৃশাং ন কিমপি সাররমণীয়ং ॥ ২৮

মোহান্ধ মনুষ্য নারে করিতে বিচার,
তাই পৃথিবীর সব রমণীয় তার।
জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত বিবেকী জনার
কাছে কিন্তু এ জগতে সকলি অসার ॥ ২৮ ॥

কেনাপ্যনর্থরুচিনা কপটং প্রযুক্ত
মেতৎ-সুহৃৎস্বজনবন্ধুময়ং বিচিত্রম্।
কস্যাত্র কঃ পরিজনঃ স্বজনো জনো বা
স্বপ্নেন্দ্রজালসদৃশঃ খলু জীবলোকঃ ॥ ২৯ ॥

অনর্থরুচি পুরুষ অদ্ভুত কৌশলে
বাঁধিয়াছে মায়া মোহে মানব সকলে।
নতুবা কে দারা পুত্র কে কার স্বজন?
ইন্দ্রজাল সম কিম্বা নিশার স্বপন॥ ২৯॥

আরম্ভঃ সংশয়ানামবিনয়ভবনং পত্তনং সাহসানাম্
দোষাণাং সন্নিধানং কপটশতময়ং ক্ষেত্রমপ্রত্যয়ানাম্।
দুস্ত্যাজ্যং যন্মহদ্ভিঃ সুরনরবৃষভৈঃ সর্ব্বমায়াকরণ্ডম্
স্ত্রীরূপং কেন লোকে বিষমমৃতময়ং ধর্ম্মনাশায় সৃষ্টম॥৩০॥

উপজে সংশয় যাহে অবিনয়াবাস,
দুঃসাহস ভিত্তি দোষরাশির বিকাশ,
অপ্রত্যয় ক্ষেত্র যাহা, শঠতা বরণ,
মায়ার দৃঢ় আধার, লোভের কারণ;
সুরনর শ্রেষ্ঠ সাধু কহ কষ্ট করি
প্রবেশে শান্তির পথে যাহে পরিহরি;
কেবা জগতের ধর্ম্ম নাশের কারণ
সুধা মাখা নারীবিষ করেছে সৃজন?॥ ৩০॥

যদা প্রকৃত্যৈব জনস্য রাগিণো
ভৃশং প্রদীপ্তো হৃদি মন্মথানলঃ
তদাঽত্র ভূয়ঃ কিমনর্থপণ্ডিতৈঃ
কুকাব্যহব্যাহুতয়ো নিবেশিতাঃ॥৩১॥

যখন বিষয়াসক্ত লোকের হৃদয়ে
স্বভাবতঃ কামানল প্রজ্বলিত রহে

কেন তাহে বল দেখি অনর্থ পণ্ডিত
কুকাব্য হব্য আহুতি প্রদানেতে রত ॥ ৩১ ॥

দধতি তাবদমী বিষয়াঃ সুখম্
স্ফুরতি যাবদিয়ং হৃদি মূঢ়তা ।
মনসি তত্ত্ববিদাস্তু বিবেচকে
ক বিষয়াঃ ক সুখং ক পরিগ্রহাঃ ॥ ৩২ ॥

যাবৎ মূঢ়তা মন করে অধিকার,
তাবৎ বিষয় সুখ ভাবে নর সার ;
তত্ত্ববিৎ বিবেচক সাধু যেই জন
কোথা তার সুখ দুঃখ, কোথা পরিজন ? ॥ ৩২ ॥

নিঃস্বো বষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ ।
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদংপুনঃ পুনরহো আশাবধিং কো গতঃ ॥ ৩৩

ধনহীন করে শত মুদ্রার কামনা
আছে উহা যার, তার সহস্রে বাসনা ;
সহস্র যাহার আছে, লক্ষেতে প্রয়াস,
লক্ষপতি করে, সদা রাজত্বের আশ ।
রাজা চাহে সার্ব্বভৌম সম্রাটের পদ
সম্রাট লভিতে চাহে ইন্দ্রের সম্পদ ।
ইন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা মনে লভিতে ব্রহ্মত্ব
ব্রহ্মা চাহে বিষ্ণুপদ করিতে আয়ত্ত ।

কিছুতেই নাহি হয় পূর্ণ যে আশার
তাহার সীমান্তে যেতে শকতি কাহার ? ॥ ৩৩ ॥

যদা পূর্ব্বং নাসীদুপরি চ তথা নৈব ভবিতা
তদা মধ্যাবস্থাক্ষণপরিচয়ো ভূতনিচয়ঃ।
অতঃ সংযোগেঽস্মিন্ পরিণতিবিয়োগে চ সহজে
কিমাধারঃ প্রেমা কিমধিকরুণাঃ সন্তু চ শুচঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চভূতময় এই শরীর যেমন
ছিল না পূর্ব্বেও পরে রবে না যখন ;
তবে এর মধ্যাবস্থা অত্যল্প সময়
হইয়াছে উহার সহিত পরিচয় ;
সংযোগ বিয়োগ এর মধ্যেতে ঘটন
অবশ্য হইবে, তাহা অসাধ্য লঙ্ঘন।
তবে কার 'পরি করি প্রণয় স্থাপন
কার বা বিয়োগে হই শোকেতে মগন ? ॥ ৩৪ ॥

ইন্দ্রস্যাঽশুচিশূকরস্য চ সুখে দুঃখে চ নাস্ত্যন্তরম্
স্বেচ্ছাকল্পনয়াঽনয়োঃ খলু সুধা বিষ্ঠা চ কাম্যাশনম্।
রম্ভা চাঽশুচিশূকরী চ পরমপ্রেমাস্পদং মৃত্যুতঃ
সন্ত্রাসোপি সমঃ স্বকর্ম্মগতিভিশ্চান্যোঽন্যভাবঃ সমঃ ॥৩৫॥

দেব কুলপতি ইন্দ্র ত্রিদিব ঈশ্বর
আর অপবিত্র পশু অধম শূকর
সুখ দুঃখ উভয়েরি দেখিলে বিচারি
পরস্পরে বিভিন্নতা বুঝিবারে নারি ;

বাঞ্ছনীয় খাদ্য সুধা ইন্দ্রের যেমতি
শূকরের অভিলাষ বিষ্ঠাতে তেমতি।
প্রণয়ের পাত্রী রম্ভা ইন্দ্রের যেমন,
শূকরের প্রেমপাত্রী শূকরী তেমন;
মৃত্যুতে সমান ভয় দোঁহার অন্তরে
আর আর ভাব তথা কর্ম্ম অনুসারে ॥ ৩৫ ॥

কৃমিকুলচিতং লালাক্লিন্নং বিগন্ধি জুগুপ্সিতম্
নিরুপম-রসপ্রীত্যা খাদন্নরাস্থি নিরামিষম্।
সুরপতিমপি শ্বা পার্শ্বস্থং সশঙ্কিতমীক্ষতে
ন হি গণয়তি ক্ষুদ্রো লোকঃ পরিগ্রহফল্গুতাম্॥ ৩৬ ॥

কৃমিময় লালাক্লিন্ন, পূতি গন্ধ মাংসশূন্য
নরাস্থি কুক্কুর যবে করয়ে চর্ব্বণ;
সে সময় তার পাশে, যদি দেবরাজ আসে
দৃষ্টি তাঁর প্রতি তার সভয় তখন।
পাছে কেহ কাড়ি লয় মনে মনে এই ভয়
মধ্যে মধ্যে চারি পাশে দৃষ্টিপাত করে;
নীচাশয় লোক যত, নীচ দ্রব্যে হয় রত
ক্ষুদ্রকে বৃহৎ ভাবে যত নীচ নরে ॥ ৩৬ ॥

অমীষাং জন্তূনাং কতিপয়নিমেষস্থিতিজুষাম্
বিয়োগে ধীরাণাং ক ইহ পরিতাপস্য বিষয়ঃ।
ক্ষণাদুৎপদ্যন্তে বিলয়মপি যান্তি ক্ষণমমী
ন কেঽপি স্থাতারঃ সুরগিরিপয়োধিপ্রভৃতয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

এই তুচ্ছ জীব ক্ষণস্থায়ী কতিপয়
ক্ষণেতে উৎপত্তি যার ক্ষণেতে বিলয়,

তাদের বিরহে তুমি কেন হে কাতর?
অমর ত নহে কেহ সকলেই মর।
জান না কি সুর নর সাগরাদি যত
কাল বশে সকলেই হইবে নিহত? ॥৩৭॥

পুত্রঃ স্যাদিতি দুঃখিতঃ সতি সুতে তস্যাময়ে দুঃখিত
স্তদ্দুঃখাধিকমর্জ্জনে তদনয়ে তন্মৌর্খ্যতো দুঃখিতঃ।
জাতশ্চেৎ সগুণোহথ তন্মৃতিভয়ং তস্মিন্মৃতে দুঃখিতঃ
পুত্রব্যাজমুপাগতো রিপুরয়ং মা কস্যচিজ্জায়তাম্॥ ৩৮॥

অপুত্রক ভাবে মোর হবে কি তনয়
এই আশা গ্রহে কত কষ্ট পেতে হয়।
পুত্র হলে পরে যদি পীড়া হয় তার
সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন কিসে হবে প্রতিকার
পরে যদি সেই পুত্র হয় দুরাচার
মন-ক্লেশ পেতে হয় অশেষ প্রকার;
ভাগ্যক্রমে পুত্র যদি গুণবান্ হয়
পাছে অমঙ্গল ঘটে নিয়ত এ ভয়;
যদি হয় মৃত্যুগ্রাসে পতিত তনয়
সে যে মর্ম্মভেদী দুঃখ বর্ণিবার নয়;
পুত্র নামধারী মাত্র কাজে কিন্তু নয়
আহা! হেন শত্রু যেন কাহারো না হয়॥৩৮

অর্থপ্রাণবিনাশসংশয়করীং প্রাপ্যাপদং দুস্তরাম্
প্রত্যাসন্নভয়ং ন বেত্তি বিভবং স্বং জীবিতং কাঙ্ক্ষতি।

উত্তীর্ণস্তত্র ততো ধনার্থমপরাং ভূয়ো বিশত্যাপদম্
প্রাণানাঞ্চ ধনস্য চাঽধমধিয়ামন্যোন্যহেতুঃ পণঃ ॥ ৩৯ ॥

ধন প্রাণ উভয়ের, শঙ্কা যাহে বিনাশের,
উপস্থিত হয় যদি এরূপ ঘটনা ;
জীবন রক্ষার তরে, বিশেষ যতন করে,
অর্থনাশ ভয় তার করে না গণনা !
যদি সে বিপদ হতে, মুক্তি লভে কোন মতে
পুনঃ লালায়িত হয় তাহার কারণ ;
অর্থ লাগি প্রাণপণ, প্রাণ হেতু ত্যজে ধন,
হায়, লঘুচেতা কেবা নরের মতন ॥ ৪০

স্থিরাপায়ঃ কায়ঃ প্রণয়িষু সুখং স্থৈর্য্যবিমুখম্
মহারোগা ভোগাঃ কুবলয়দৃশঃ সর্পসদৃশঃ।
গৃহাবেশঃ ক্লেশঃ প্রকৃতিচপলা শ্রীরপি খলা
যমঃ স্বৈরী বৈরী তদপি ন হিতং কর্ম্ম বিহিতম্ ॥ ৪০ ॥

এই পঞ্চ ভৌতিক দেহ হইবে বিশ্লেষ
চঞ্চল প্রেমাদি সুখভোগে মহা ক্লেশ,
বিষধরী সম নারী যন্ত্রণাআকর
গৃহাভিনিবেশে হয় কষ্ট বহুতর।
প্রকৃতি-চপলা লক্ষ্মী চঞ্চলা একান্ত
স্বেচ্ছাচারী বৈরী অতি দুরন্ত কৃতান্ত,
হায় এ অবস্থাতেও না হইল জ্ঞান
আত্মহিত-কর কর্ম্ম হল না বিধান ॥ ৪০ ॥

বিমলমতিভিঃ কৈরপ্যেতজ্জগজ্জনিতং পুরা
বিবৃতমপরৈর্দত্তঞ্চান্যৈর্বিজিত্য তৃণং যথা।
ইহ হি ভুবনান্যন্যে বীরাশ্চতুর্দ্দশ ভুঞ্জতে
কতিপয়পুরস্বাম্যে পুংসাং ক এষ মদজ্বরঃ ॥ ৪১ ॥

সুবিমল মতি পূর্ব্বে কোন জন,
করেছেন এই জগৎ সৃজন,
সুশৃঙ্খলে কোন পুরুষ রক্ষন,
করেছেন তার রক্ষা বিধান।
মহাপরাক্রমে কেহ বা আবার
করি সসাগরা ধরা অধিকার
আসক্তি তাহার করি পরিহার
তৃণসম অন্যে করিলা দান।
কোন অদ্বিতীয় পুরুষ রতন
যাঁহার অধীন এই চৌদ্দ ভুবন,
উপভোগ যার করিছে সে জন,
জান কি সে জন কি ভাবে রয়?
কতিপয় গ্রাম অধিকারে যার
করে সে মানব কত অহঙ্কার
দম্ভ ভরে হেরে ধরা সরাকার
এ হতে অদ্ভুত আর কি হয়? ॥ ৪১ ॥

রম্যং হর্ম্ম্যতলং ন কিং রসতয়ে শ্রাব্যং ন গীতাদিকম্‌
কিংবা প্রাণসমা-সমাগম-সুখং নৈবাধিকপ্রীতয়ে।
কিন্তু প্রান্তপতৎপতঙ্গপবনব্যালোলদীপাঙ্কুর
চ্ছায়াচঞ্চলমাকলয্য সফলং সন্তো বনান্তং গতাঃ ॥ ৪২ ॥

ধনি জন উপযোগী অট্টালিকা বাস,
হয় নাকি সুখকর, কে না করে আশ ?
সুমধুর গীত বাদ্য করিয়া শ্রবণ,
কাহার না হয় বল চিত্ত বিনোদন ?
প্রাণসমা প্রিয়তমা সমাগমে সুখ,
কে না অনুভব করে, কে তাহে বিমুখ ?
কিন্তু, দেখ কত কাল এ সুখ নিচয়
সমভাবে আমাদের নিকটেতে রয় ?
প্রদীপে পতনশীল পতঙ্গ সকল
পক্ষ তাহাদের যথা পবনে চঞ্চল।
সেরূপ এ সুখ সব বুঝি সাধুগণ
নিত্য সুখ কামনায় প্রবেশে কানন ॥ ৪২ ॥

আস্তামকণ্টকমিদং বসুধাধিপত্যম্
ত্রৈলোক্যরাজ্যমপি নৈব তৃণায় মন্যে।
নিঃশঙ্ক-সুপ্তহরিণীকুলসঙ্কুলাসু
চেতঃ পরং চলতি শৈলবনস্থলীষু ॥ ৪৩ ।

অকণ্টক ধরা রাজ্য থাকুক অমনি
ত্রিলোক রাজত্বে নাহি তৃণ সম গণি।
সেই শৈল বনে মন ধাইছে কেবল
নিঃশঙ্ক-নিদ্রিত যথা হরিণীর দল ॥ ৪৩ ॥

হরিণ-চরণ-ক্ষুণ্ণোপান্তাঃ সশাদ্বলনির্ঝরাঃ
কুসুমললিতৈ র্বিশ্বগ্‌বাতৈস্তরঙ্গিতপাদপাঃ।

বিবিধ-বিহগ-শ্রেণী-চিত্রধ্বনি-প্রতিনাদিতা
মনসি ন মুদং কস্যাদধ্যুঃ শিবা বনভূময়ঃ ॥ ৪৪ ॥

প্রান্ত ভূমি যার মৃগ ক্ষুরেতে খণ্ডিত
নবীন শ্যামল তৃণে যে স্থান মণ্ডিত।
রজত কান্তির ছটা নির্ঝরিণী ঝরে
কুসুম সুরভি সদা বহে বায়ু ভরে।
পবনে দুলিছে যথা বৃক্ষলতাগণ
বিবিধ বিহঙ্গ সদা করে কলস্বন.
হেন শান্তি নিকেতন অরণ্যে কাহার
বিমল আনন্দ সুখ না হয় অপার? ॥ ৪৪ ॥

তে তীক্ষ্ণ-দুর্জ্জন-কিরাত-শরৈর্ন ভিন্না
ধন্যাস্ত এব শমসৌখ্যভুজস্ত এব।
সীমন্তিনীভুজলতা-গহনং ব্যুদস্য
যেঽবস্থিতাঃ শমসুখেষু তপোবনেষু ॥ ৪৫ ॥

দুষ্ট জন কিরাতের তীক্ষ্ণবাক্য শর
ছিন্ন ভিন্ন করে নাকো তাহার অন্তর।
তাহারাই শান্তি সুখ করে অনুভব
ধন্য হয় ধরা মাঝে সে সব মানব।
সীমন্তিনী ভুজপাশ করি উন্মোচন
শান্তি ময় তপোবনে প্রবিষ্ট যে [illegible] ॥ ৪৫ ॥

কুরঙ্গাঃ! কল্যাণং প্রতিবিটপমারোগ্যমটবি!
স্রবন্তি! ক্ষেমন্তে পুলিন! কুশলং ভদ্রমুপলাঃ!।

নিশান্তাদস্বস্তাৎ কথমপি বিনিষ্ক্রান্তমধুনা
মনোঽস্মাকং দীর্ঘানভিলষতি যুস্মৎপরিচয়ান্ ॥ ৪৬ ॥

কহ মৃগ ভাল আছ ত সকল
কহ বন তব শাখার কুশল,
কহ প্রবাহিণি তোমার মঙ্গল
হে শিবপুলিন আছ কেমন।
বহু ক্লেশ-কর আপন আলয়
ছাড়ি আসি হেথা শান্তির আশয়
তোমাদের সহ স্থায়ী পরিচয়
রহে যেন করি এই মনন ॥ ৪৬ ॥

বাসো বল্কলমাস্তরঃ কিশলয়ান্যোকস্তরূণাম্ তলম্
মূলানি ক্ষতয়ে ক্ষুধাং গিরিনদী-তোয়ং তৃষা-শান্তয়ে।
ক্রীড়ামুগ্ধমৃগৈর্ব্বয়াংসি সুহৃদোনক্তং প্রদীপঃ শশী
স্বাধীনে বিভবে তথাপি কৃপণা যাচন্ত ইত্যদ্ভুতম্ ॥ ৪৭ ॥

আমাদের যাহা কিছু প্রয়োজন হয়
তপোবনে সে সম্পত্তি আছে সমুদয়।
বৃক্ষের বল্কলে হয় দেহ আবরণ,
তরু তল গৃহ, কিশলয় আস্তরণ।
ক্ষুধা শান্তি করে তথা মিষ্ট ফলমূল
তৃষ্ণা নিবারণ করে নির্ঝরিণীকূল।
ক্রীড়া মুগ্ধ মৃগ সহ, বন্ধু দ্বিজগণ
নিশাকর-করে দীপে নাহি প্রয়োজন।
এরূপ সহজলভ্য সম্পত্তি থাকিতে
দীন ভাবে যায় লোক যাচ্ঞা করিতে ॥ ৪৭ ॥

শয্যা শাদ্বল মাসনং শুচিশিলা সদ্ম দ্রুমাণামধঃ
শীতং নির্ঝরবারি পানমশনং কন্দঃ সহায়া মৃগাঃ।
ইত্য প্রার্থিত-লভ্য-সর্ব্ব-বিভবে দোষোঽয়মেকোবনে
দুষ্প্রাপার্থিনি যৎ পরার্থ-ঘটনাবন্ধং বিনা স্থীয়তে ॥ ৪৮ ॥

কি করিব তপোবন মহিমা কীর্ত্তন
তৃণাবৃত ভূমি শয্যা শুচি শিলাসন।
তরুতল বাসগৃহ, ভোজ্য ফল মূল
প্রস্রবণ তৃষ্ণা নাশে, বন্ধু মৃগকুল।
বিনা প্রার্থনায় লোকে প্রায় সমুদয়
কিন্তু, এক মাত্র দোষ সে স্থানেতে হয়।
যদি পর প্রয়োজন সাধনে আশয়,
নির্ব্যাপার হয়ে তথা থাকিবারে হয়।
পান ভোজনাদি দ্রব্য বিনা যত্নে পায়;
এ নিমিত্ত প্রার্থী জনে দেখা নাহি যায় ॥ ৪৮ ॥

অলমতিচপলত্বাৎ স্বপ্নমায়োপমত্বাৎ
পরিণতিবিরসত্বাৎ সঙ্গমেনাঽঙ্গনায়াঃ।
ইতি যদি শতকৃত্বস্তত্ত্বমালোচয়াম-
স্তদপি ন হরিণাক্ষীং বিস্মরত্যন্তরাত্মা ॥ ৪৯ ॥

স্বপ্ন সম অপদার্থ অতীব চঞ্চল,
পরিণামে রসহীন অঙ্গনা সকল;
কিবা প্রয়োজন আছে সংসর্গে তাহার,
কর্ত্তব্য সর্ব্বতোভাবে উহা পরিহার।

শতবার এই তত্ত্ব ভাবি যদি চিতে
তবু মৃগনয়নারে পারিনা ভুলিতে ॥ ৪৯ ॥

পূরয়িত্বার্থিনামাশাং প্রিয়ং কৃত্বা দ্বিষামপি।
পারং গত্বা শ্রুতৌঘস্য ধন্যা বনমুপাগতাঃ ॥ ৫০ ॥

প্রার্থীর প্রার্থনা যেবা করিয়া পূরণ
শত্রুদের প্রিয় কার্য্য করি সম্পাদন
শাস্ত্র জ্ঞান লভি করে 'অরণ্যে গমন
ধরাতল মাঝে ধন্য হয় সেই জন ॥ ৫০ ॥

আহারঃ ফলমূলমাত্ররুচিরং শয্যা মহী বল্কলম্
সম্বীতায় পরিচ্ছদঃ কুশসমিৎপুষ্পাণি পুত্রা মৃগাঃ।
বস্ত্রান্নাশ্রয়দানভোগবিভবৈর্নির্যন্ত্রণাঃশাখিনো
মিত্রাণীত্যধিকং গৃহেষু গৃহিণাং কিং নাম দুঃখাদৃতে ॥৫১॥

আহারের জন্য মিলে ইচ্ছা মত ফল,
ভূমি শয্যা, আচ্ছাদন নিমিত্ত বাকল।
কুশ পুষ্প সমিদাদি নানোপকরণ,
মৃগ পুত্র কোথা সব সুলভ এমন?
কোথা দানশীল মিত্র বৃক্ষের সমান,
অক্লেশে আশ্রয় অন্ন বস্ত্র করে দান?
অযত্নে অরণ্যে লভি সুখ এ প্রকার
দুঃখ ভিন্ন গৃহিগৃহে কিবা আছে আর ॥ ৫১ ॥

নিঃস্বভাবভবভাবনয়া তে
সার্ব্বভৌম-ভবনং বনবাসঃ।

বালিশো হি বিষয়েন্দ্রিয়চৌরৈ
র্ম্মুষ্যতে স্বভবনে চ বনে চ ॥ ৫২ ॥

সতত সংসার চিন্তা বিষয়ানুরাগ
করেছে যে জন এই সব পরিত্যাগ
মহারাজ চক্রবর্ত্তি ভবনেতে বাস,
করিলেও তার পক্ষে তুল্য বনবাস।
তত্ত্বজ্ঞানহীন যারা অত্যন্ত অজ্ঞান,
কি ভবন কি বিপিন তাঁদের সমান,
বিষয় ইন্দ্রিয় রূপ চোর বিচোরিত
গৃহে বনে সমভাবে হতেছে বঞ্চিত ॥ ৫২ ॥

বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাম্
গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয়-নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি য প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্ ॥ ৫৩ ॥

বিভবাভিভূত লোক বনে যদি যায়,
সেখানেও দোষ হতে মুক্তি নাহি পায়।
হইয়া আসক্তিশূন্য গৃহে যদি রয়,
দমন করিতে পারে ইন্দ্রিয় নিচয়।
বিরত গর্হিত কর্ম্মে সত্যে যাঁর মন
সমান তাঁহার পক্ষে গৃহ তপোবন ॥ ৫৩ ॥

বিবেকঃ কিং সোঽপি স্বরস-জনিতা যত্র ন কৃপা
স কিং মার্গো যস্মিন্ন ভবতি পরানুগ্রহরসঃ।

স কিং ধর্ম্মো যত্র স্ফুরতি ন পরদ্রোহ-বিরতিঃ
শ্রুতং তদ্বা কিং স্যাদুপশমপদং যন্ন নয়তি ॥ ৫৪

কৃপা স্রোত যাহে নাহি প্রবাহিত হয়
সে রূপ বিবেকে বল বিবেক কে কয়?
পরদুঃখ নাশে যাতে প্রীতি না জন্মায়
এরূপ উপায় কভু নহে সদুপায়।
সে ধর্ম্মে ধর্ম্মের মধ্যে করি না গণন,
পরহিংসা বৃত্তি যাহে হয় না দমন।
কি কাজ লভিয়া বল হেন শাস্ত্র জ্ঞান?
যাহে শান্তিরূপ ফল না করে প্রদান॥ ৫৪ ॥

স্থূল-প্রাবরণোঽতিবৃত্তকথকঃ কাশাশ্রুলালাবিলো
ভগ্নোরঃকটিপৃষ্ঠজানুদশনো বাচাঽতিথীন্ বারয়ন্।
শৃণ্বন্ ধৃষ্ট-বধূবচাংসি ধনুষা সন্ত্রাসয়ন্ বায়সান্
আশাপাশনিবদ্ধজীববিহঙ্গো বৃদ্ধোগৃহে গ্লায়তি ॥ ৫৫ ॥

কি দুর্দ্দশা মুগ্ধ বৃদ্ধের এখন,
স্থূল বস্ত্রে করি অঙ্গ আচ্ছাদন,
বসি যেন জড় পিণ্ডের মতন,
অতীত বিষয়ে করয়ে কীর্ত্তন।
অশ্রু ও লালায় প্লাবিত বদন,
কটি, পৃষ্ঠ, জানু, ভেঙ্গেছে দশন,
অস্পষ্ট বচনে করিছে বারণ
আসিতে অতিথি ভিক্ষুকগণ।
মধ্যে মধ্যে ধৃষ্টভাবে বধূগণ,

বলিছে তাহারে কঠোর বচন,
তবুও দুর্ব্বাক্য করিয়া শ্রবণ,
ত্রাসিতে বায়সে ধনু দেখায় ;
ফুরায়েছে দিন কবে কাল আসে,
তথাপি নিবদ্ধ শত আশা পাশে
এখনো চাহেনা যেতে শান্তি বাসে,
অদ্ভুত মায়ার মহিমা হায়! ॥ ৫৫॥

অগ্রে কস্যচিদস্তি কিঞ্চিদভিতঃ কেনাপি পৃষ্ঠে কৃতঃ
সংসারঃ শিশুভাবযৌবনজরাভারাবতারাদয়ম্ ।
বালত্বং বহুমন্যতামসুলভং প্রাপ্তুং যুবা সেবতাম্
বৃদ্ধস্ত্বং বিষয়াদ্বহিষ্কৃত ইব ব্যাবৃত্য কিং পশ্যসি ॥ ৫৬ ॥

শৈশব যৌবন জরা কাল অনুসারে
আগে পিছে ঘেরে আছে মানবে সংসারে,
পূর্ব্বে পাই নাই বলি বালক উহার
রমণীয় ভাবে তাই লভিবারে চায় ।
দুর্লভ সংসার সুখ পেতেছে এখন,
ভাবিয়া সেবায় তার রত যুবগণ ।
কিন্তু বৃদ্ধ সংসারের সুখ শেষ যার
তার কেন এর প্রতি দৃষ্টি অনিবার ॥ ৫৬ ॥

পুত্রদারাদিসংসারঃ পুংসাং সংমূঢ়চেতসাম্ ।
বিদুষাং শাস্ত্রসংসারঃ সদ্‌যোগাভ্যাসবিঘ্নহৃৎ ॥ ৫৭ ।

মূঢ় ভাবে দারা পুত্র কেবল সংসার,
সৎক্রিয়া বিনষ্ট হয় প্রভাবে যাহার ।

শাস্ত্রই সংসার হয় সুধীগণ পাশ
যার ফল যোগাভ্যাস বিঘ্ন করে নাশ ॥ ৫৭ ॥

মহতা-পুণ্য-পণ্যেন ক্রীতেয়ং কায়নৌস্ত্বয়া।
পারং দুঃখোদধের্গন্তুং ত্বর যাবন্ন ভিদ্যতে ॥ ৫৮ ॥

করেছ মহৎ পুণ্য রূপ পণ্য দিয়া
লইয়াছ এই দেহ তরণি কিনিয়া,
যে অবধি দেহতরী ভাঙ্গিয়া না যায়
দুঃখার্ণব পারে যেতে কর সদুপায় ॥ ৫৮ ॥

দিবসরজনীকূলচ্ছেদৈঃ পতদ্ভিরনারতম্
বহতি নিকটে কাল-স্রোতঃ সমস্তভয়াবহম্।
ইহ হি পততাং নাস্ত্যালম্বো নচাহপি নিবর্ত্তনম্
তদিহ বিদুষাং মোহঃ কোহয়ং যদেষ মদাবিলঃ ॥৫৯

দিবারাত্রি রূপ তট করি নিপাতিত,
ভয়ঙ্কর বেগে কাল স্রোত প্রবাহিত।
পতিত হইলে সেই স্রোতে একবার,
কোন অবলম্ব নাই ফিরি আসিবার।
জানিতে পারিয়া এই তত্ত্ব সমুদয়
তথাপি মানব মোহে মুগ্ধ হয়ে রয় ॥ ৫৯ ॥

অবশ্যং যাতারশ্চিরতরমুষিত্বাপি বিষয়া
বিয়োগে কো ভেদস্ত্যজতি ন জনো যৎ স্বয়মমূন্।
ব্রজন্তঃ স্বাতন্ত্র্যাৎ পরমপরিতাপায় মনসঃ
স্বয়ং ত্যক্তা হ্যেতে শম সুখমনন্তং বিদধতি ॥ ৬০ ॥

বহুদিন অবস্থিতি করিলে বিষয়,
পরিশেষে নাশ তার হইবে নিশ্চয়।
এরূপ অবস্থা যার কি হেতু তাহারে,
আপনা হইতে লোক ছাড়িতে না পারে ?
বিষয় যদ্যপি ছেড়ে আমাদের যায়,
কত পরিতাপ দেখ উপজে তাহায়।
স্ব-ইচ্ছায় যেবা হয় উহাতে বিমুখ,
তার ভাগ্যে লাভ হয় চির শান্তি সুখ॥ ৬০॥

ভবারণ্যং ভীমং তনু-গৃহমিদং ছিদ্রবহুলম্
বলী কালশ্চৌরো নিয়তমসিতা মোহরজনী।
গৃহীত্বা জ্ঞানাসিং বিরতি-ফলকং শীলকবচম্
সমাধানং কৃত্বা স্থিরতর-দৃশো জাগৃত জনাঃ!॥ ৬১॥

সংসার কানন হয়, অতি ভয়ঙ্কর
দেহ রূপ গৃহ মাঝে ছিদ্র বহুতর
বলীয়ান্ কাল চোর সর্ব্বত্র ভ্রমিছে,
মোহ নিশা অন্ধকারে আছন্ন করিছে।
অতএব জাগরিত হও জনগণ
জ্ঞানাসি বিবেকফলা করহ গ্রহণ
শীলতাকবচে আবরিয়া কলেবর
সাবধান চিত্তে দৃষ্টি রাখ শত্রুপর॥ ৬১॥

গৃহে পর্য্যস্তস্থে দ্রবিণ-কণমোষং শ্রুতবতা
স্ববেশ্মন্যারক্ষা ক্রিয়ত ইতি মার্গোঽয়মুচিতঃ!

নরান্ গেহাদ্দেহাৎ প্রতিদিবসমাকৃষ্য নয়তঃ
কৃতান্তাৎ কিং শঙ্কা ন হি ভবতি রে জাগৃত জনাঃ ! ॥৬২॥

প্রতিবাসী গৃহে চোর প্রবেশিয়া
গিয়াছে ধনাদি করি হরণ।
জাগিছ ক'রেছ এ কথা শুনিয়া,
দিয়াছ স্বগৃহ রক্ষায় মন।
কিন্তু, প্রতিদিন দেহ গৃহ হতে,
হরে পরমায়ু দুষ্ট শমন,।
আশঙ্কা ইহাতে অন্তরে উদয়,
হয় না কিছু হে জাগহ জন ॥ ৬২ ॥

সূক্তিং কর্ণসুধাং ব্যনক্তু সুজনস্তস্মিন্ন মোদামহে
ব্রূতাং বাচমসূয়কো বিষমুচং তস্মিন্ন খিদ্যামহে ।
যা যস্য প্রকৃতিঃ স তাং বিতনুতাং কিন্নস্তয়া চিন্তয়া
কুর্ম্মস্তৎ খলু কর্ম্ম জন্মনিগড়চ্ছেদায় যজ্জায়তে ॥৬৩॥

কর্ণে যদি বর্ষে সুধা আমার সুজন,
সন্তুষ্ট তাহাতে আমি হই না এখন।
করুক নিন্দুক বিষ বচন প্রয়োগ,
তাহাতেও নাই মোর কোন অনুযোগ।
প্রকাশ করুক যার প্রকৃতি যেমন ;
সে চিন্তায় নাই মোর কিছু প্রয়োজন,
সেই কার্য্য আমাদের উচিত সাধন
করে যাহে জন্মরূপ নিগড় মোচন ॥ ৬৩ ॥

কে যূয়ং নো বয়মপি চ বঃ কিং ভবামো ভবাব্ধৌ
কর্ম্মোর্ম্মীণাং বিষমবলনৈঃ ফেনবৎ পুঞ্জিতা স্মঃ।
তৎক্ষেপীয়ঃক্ষয়িণি বিষয়ে চিত্তমাধায় ধীরাঃ
সর্ব্বারম্ভৈর্ব্বিশত জগতামন্তরাত্মন্যনন্তে ॥ ৬৪ ॥

আমি তোমাদের কেবা তোমরা আমার
আমার আমার কেন বলি অনিবার;
ভবার্ণবে কর্ম্মোর্ম্মির বিষম ঘূর্ণনে
ফেন সম একত্রিত হয় জীবগণে।
জ্ঞানী জন ক্ষণস্থায়ী বিষয় বাসনা
ত্যাগী, জগদাত্মার করে উপাসনা ॥ ৬৪ ॥

মন্নিন্দয়া যদি জনঃ পরিতোষমেতি
নন্বপ্রযত্নসুলভোঽয়মনুগ্রহো মে।
শ্রেয়োঽর্থিনো হি পুরুষাঃ পরতুষ্টিহেতো
র্দুঃখার্জ্জিতান্যপি ধনানি পরিত্যজন্তি ॥ ৬৫ ॥

তুষ্ট হয় কেহ যদি আমার নিন্দায়
অযত্নে সে অনুগ্রহ করিল আমায়,
শ্রেয়ার্থী পুরুষ দেখ পর তোষ তরে
ক্লেশে উপার্জ্জিত ধন পরিত্যাগ করে॥ ৬৫ ॥

কশ্চিৎ পুমান্ ক্ষিপতি মাং প্রতি রূক্ষবাচম্
সোঽয়ং ক্ষমা-ভবনমেত্য মুদং প্রয়ামি।

শোকং ব্রজামি পুনরেব যতস্তপস্বী
চারিত্রতঃ স্খলিতবানিতি মন্নিমিত্তম্‌ ॥ ৬৬ ॥

রূক্ষ বাক্য যদি কেহ বলে হে আমায়
ক্ষমা অবলম্বি তুষ্ট হইব তাহায় ;
এই মাত্র দুঃখ মোর, আমার কারণ
সম্ভাব হইতে তার হইল পতন ॥ ৬৬ ॥

স্বধর্ম্মপীড়ামবচিন্ত্য যোঽয়ম্‌
মৎপাপশুদ্ধ্যর্থমিহ প্রবৃত্তঃ।
নোচেৎক্ষমামপ্যহমত্র কুর্য্যাম্‌
মত্তঃ কৃতঘ্নো বদ কীদৃশোঽন্যঃ ॥ ৬৭ ॥

স্বধর্ম্ম ভ্রংশ বিষয়, চিন্তা যার নাহি হয়,
প্রবৃত্ত আমার পাপ করিতে শোধন।
যদি ঘটে তার প্রতি, ক্ষমা দেখাতে বিরতি
জগতে কৃতঘ্ন কেবা আমার মতন ॥ ৬৭ ॥

নন্বাত্মন্যবধীয়তাং গৃহসুখাৎ বৈরাগ্যমাধীয়তাম্‌
বন্ধুভ্যো ব্যবধীয়তাং সুরসরিত্তীরে সদা স্থীয়তাম্‌।
ভিক্ষার্থং ব্যবসীয়তাং প্রতিদিনং সৎকর্ম্ম সঞ্চীয়তাম্‌
বিষ্ণুশ্চেতসি ধীয়তাং পরতরং ব্রহ্মাঽনুসন্ধীয়তাম্‌ ॥ ৬৮ ॥

আত্মতত্ত্বে অনুরাগী, গৃহাদি সুখে বিরাগী,
বন্ধুগণ হতে দূরে কর অবস্থান।
ভাগীরথী সন্নিধান, ভিক্ষান্নে ধরিয়া প্রাণ
নিয়ত সুকর্ম্ম রাশি কর সমাধান ॥

আসক্তি হতে বিরত,   মনেরে করি সংযত
ভ্রমণ ধর্ম্মের পথে করহ নিয়ত।
হৃদয়ে হরি চরণ   ধ্যান কর অনুক্ষণ
ব্রহ্মানুসন্ধান কার্য্যে সদা হও রত॥ ৬৮ ॥

যৎ ক্ষান্তিঃ সময়ে শ্রুতিঃ শিবশিবেত্যুক্তৌ মনোনির্ব্বৃতি-
র্ভৈক্ষ্যে চাঽভিরতি গৃহেষু বিরতিঃ শশ্বৎ সমাধৌ রতিঃ।
একান্তে বসতির্গুরূন্ প্রতি নতিঃ সদ্ভিঃ সমং সঙ্গতিঃ
সৎসু প্রীতিরনঙ্গনির্জ্জিতিরসৌ সম্মুক্তিমার্গে স্থিতিঃ ॥৬৯॥

সহিষ্ণুতা গুণ ধরে,   কালে শ্রুতি পাঠ করে
মনের নির্ব্বৃতি করে জপি শিব নাম,
ভিক্ষান্নে যাহার মতি,   সংসারাশ্রমে নিরতি
সমাধিতে মতি আর বশীভূত কাম॥
নির্জ্জন স্থানে বসতি,   গুরু জন প্রতি নতি,
সাধু সঙ্গ বাসে যার সদাই মনন
সর্ব্ব জীবে সমভাব,   সুজন সহ সদ্ভাব
মুক্তি মার্গে স্থিতি লাভ করে যেই জন॥ ৬৯

বুদ্ধেরগোচরতয়া ন গিরাং প্রচারো
দূরে গুরু-প্রথিত-বস্তুকথাবতারঃ।
তত্ত্বং ক্রমেণ বিদুষাং করুণাবদাতে
শ্রদ্ধাবতাং হৃদি পদং স্বয়মাদধাতি ॥ ৭০ ॥

গুরু দত্ত তত্ত্ব কথা বোধ থাক দূরে
বুদ্ধির অগম্য বলি বাক্য নাহি স্ফুরে।

তবে যার ধর্ম্মে থাকে সুদৃঢ় বিশ্বাস,
ক্ষমাবান্ পরহিতে সতত প্রয়াস।
এ সকল গুণে মন সুনির্ম্মল যার
তত্ত্বজ্ঞান ক্রমে তারে করে অধিকার ॥ ৭০ ॥

দুঃখাঙ্গারকতীব্রঃ সংসারোঽয়ং মহানসো গহনঃ।
ইহ বিষয়ামিষলালস! মানসমার্জ্জার! মা নিপত ॥ ৭১

দেখ এ সংসাররূপ রন্ধন শালায়
জ্বলন্ত দুঃখ অঙ্গার বিকীর্ণ যথায়।
মন তুমি আমিষাশী মার্জ্জারের প্রায়,
বিষয় আমিষ আশে পড়'না তাহায় ॥ ৭১ ॥

অরে চেতোমৎস্য ভ্রমণমধুনা যৌবন-জলে
ত্যজ ত্বং স্বচ্ছন্দং যুবতি-জলধৌ পশ্যসি ন কিম্।
তনূজালীজালং স্তনযুগলতুম্বীফলযুতম্
মনোভূঃ কৈবর্ত্তঃ ক্ষিপতি রতিতন্তু প্রতি মুহুঃ ॥৭২॥

বিশাল বারিধি রূপ যুবতী যৌবন,
চিত্ত মীন ত্যজ তাহে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ।
রোমাবলী জাল স্তন তুম্বী সংলগন;
বিক্ষেপ করিয়া যাহে দেখ প্রতিক্ষণ;
রতি রূপ রজ্জু দেখ করিয়া ধারণ;
কন্দর্প ধীবর সদা করে আকর্ষণ ॥ ৭২ ॥

সম্ভোগাদ্বিষয়ামিষস্য পরিতঃ স্তৈমিত্যমন্তাখিল-
জ্ঞানোন্মেষতয়া কথং তব ভবেদাত্মা পদং দেহিনঃ।

সাধ্যং তদ্ধি তদেব সাধনমিতো ব্যাবৃত্তিরেবামিষাৎ
তস্যা জ্যোতিরুদেত্যনিন্ধনমিদং দোষত্রয়ং ধক্ষ্যতি ॥ ৭৩ ॥

ভোগে সদা করে আছে চৌদিকে বেষ্টন
জ্ঞানোন্মেষ মোদের না হয় যে কারণ।
দেহিগণ বল দেখি তোমাদের তবে
কিরূপেতে সার বস্তু মুক্তিলাভ হবে?
বিষয় আমিষ রূপ দ্রব্য পরিহার
করিলে, উপায় হয় মুক্তি লভিবার।
চিত্তের সংযম আর বিষয়ে বিরতি
হইলে প্রকাশ তবে পাবে জ্ঞান জ্যোতিঃ।
দোষত্রয় ভস্মীভূত হইবে তখন।
কাষ্ঠরাশি ভস্ম করে অনল যেমন ॥ ৭৩ ॥

আদিত্যস্য গতাগতৈরহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবনম্‌
ব্যাপারৈর্ব্বহু-কার্য্য-কারণশতৈঃ কালোঽপি ন জ্ঞায়তে।
দৃষ্ট্বা জন্মজরাবিয়োগমরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে
পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদ-মদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ ॥ ৭৪ ॥

দিবাকর গতায়াতে দেখ প্রতিদিন
পরমায়ু আমাদের হইতেছে ক্ষীণ।
হেন লিপ্ত মোরা সদা বিষয় ব্যাপারে,
জানিনা যাইছে কাল কোথা কি প্রকারে।
জনম মরণ জরা বিয়োগাদি সব,
প্রত্যক্ষ দেখিয়া নাহি ভয়ের উদ্ভব,
মোহময়ী প্রমোদ মদিরা পানে হায়!
রয়েছে মানব সবে উন্মত্তের প্রায় ॥ ৭৪ ॥

তরুণিমসমারম্ভে তস্যাঃ শরীর-সরোবরম্
সরভসমনোহংসশ্রেণি প্রয়াসি কথং পুনঃ।
শ্রবণ-লতিকাপার্শ্বৈঃ পাশৌ প্রসারিত-পাতিতৌ
হতবিধিবশাৎ বন্ধায়াহন্ধো ন পশ্যতি কিং ভবান্॥ ৭৫

নবীনা যুবতীরূপ সরোবর
দেখে কি হয়েছে প্রফুল্ল অন্তর
বিলাসার্থে তাই ধাইছ তৎপর
হে মানস হংস শ্রেণি তথায়?
শ্রবণ লতিকা পার্শ্বেতে তাহার
রয়েছে ভ্রূরূপ বাগুরা বিস্তার
অন্ধ সবে বিড়ম্বনে বিধাতার
তাই নাহি পাও দেখিতে তার॥ ৭৫॥

বিষয়-বিষধরাণাং দোষদংষ্ট্রোৎকটানাম্
বিষম-বিষ-বিসর্প-ব্যক্তদুশ্চেষ্টিতানাম্
বিরম বিরম চেতঃ! সন্নিধানাদমীষাম্
সুখকণমণিহেতোঃ সাহসং মা স্ম কার্ষীঃ॥ ৭৬॥

এই যে বিষয়রূপ বিষধরগণ,
দোষরাশি যাহাদের কঠিন দশন।
বিষের সংস্রব হেতু কুটিলাভিপ্রায়
প্রকাশ পাইছে কেন নাহি দেখ তায়?
সামান্য সুখের কণারূপ মণি আশে
দুঃসাহসী হয়ে যেও নাক তার পাশে॥ ৭৬॥

একীভূয় স্ফুটমিব কিমপ্যাচরন্তিঃ প্রলীনৈঃ
এভির্ভূতৈঃ স্মর কতি কৃতাঃ স্বান্ত ! তে বিপ্রলম্ভাঃ।
তস্মাদেষাং ত্যজ পরিচয়ং চিন্তয় স্বব্যবস্থ্যাম্
আভাষস্তে কিমু ন বিদিতঃ পণ্ডিতঃ খণ্ডিতঃ স্যাৎ ॥ ৭৭ ॥

ক্ষিতি আদি পঞ্চভূত মিলি পরস্পরে,
থাকিয়া অলক্ষ্যভাবে কত কি আচারে।
হে হৃদয় ! স্মরণ কি হয় না তোমার,
প্রবঞ্চনা করিয়াছে তারা কত বার।
দার-পুত্র বেশধারী ভূতগণ সনে,
ত্যজি পরিচয় নিজ হিত চিন্ত মনে।
উহারা আভাসমাত্র পদার্থ যে নয়,
অদ্যাপি জানিতে পার নাই এ বিষয়,
একবার কোন কার্য্যে হইলে খণ্ডিত,
বারান্তরে প্রায় লোক হয় ত, পণ্ডিত ॥ ৭৭ ॥

ধূর্ত্তৈরিন্দ্রিয়নামভিঃ প্রণয়িতামাপাদয়ন্তিঃ স্বয়ম্
সম্ভোক্তুং বিষয়ামিষং কিল পুমান্ সৌখ্যাশয়া বঞ্চিতঃ।
তৈঃ শেষে কৃতকৃত্যতামুপগতৈরৌদাস্যমালম্বিতম্
সম্প্রত্যেষ বিধের্নিয়োগবশজঃ কর্ম্মান্তরৈর্ব্বধ্যতে ॥ ৭৮ ॥

দেখ না ইন্দ্রিয় নামধারী ধূর্ত্তগণ,
বিষয় আমিষ নিজ ভোগের কারণ।
দেখায়ে কৃত্রিম প্রেম মানব উপরে,
তাহারে প্রকৃত সুখে প্রবঞ্চিত করে।

মানবের ভোগ শেষ বার্দ্ধক্য দশায়
তখন, ইন্দ্রিয়গণ ঔদাস্য দেখায়।
বিধির্ নিয়োগ বশে তবু নরগণ
মোচন করিতে নারে কর্ম্মের বন্ধন ॥ ৭৮ ॥

দৈবে সমর্প্য চিরসঞ্চিতদেহভারম্
সুস্থাঃ সুখং বসত কিং পরযাচনাভিঃ।
মেরুং প্রদক্ষিণয়তোঽপি দিবাকরস্য
তে তস্য সপ্ত তুরগা ন কদাচিদষ্টৌ ॥ ৭৯ ॥

এ দেহের ভার করি দৈবে সমর্পণ
সুস্থ হয়ে সুখে বাস করহ এখন
যাজ্ঞার্থে দ্বারে দ্বারে ভ্রমিয়া বেড়াও
পরোপাসনায় কেন বৃথা ক্লেশ পাও ॥
মেরু প্রদক্ষিণ সূর্য্য করে অনিবার,
সপ্ত অশ্ব, অষ্ট কভু হল কি তাহার ? ॥ ৭৯ ॥

আকাশমুৎপততু গচ্ছতু বা দিগন্তম্
অম্ভোনিধিং বিশতু তিষ্ঠতু বা যথেষ্টম্।
জন্মান্তরার্জ্জিতশুভাশুভ-কৃন্নরাণাম্
ছায়েব ন ত্যজতি কর্ম্ম ফলানুবন্ধি ॥ ৮০ ॥

আকাশে উঠুক নর পশুক সাগরে,
করুক ভ্রমণ যথা ইচ্ছা চরাচরে।

কিন্তু, পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম আপনার,
ছায়ার সমান সঙ্গে থাকি অনিবার,
শুভাশুভ ফল করে মানবে প্রদান
কোন স্থানে তার হ'তে নাই পরিত্রাণ ॥ ৮০ ॥

উপশমফলাদ্‌বিদ্যাবীজাৎ ফলং ধনমিচ্ছতাম্
ভবতি বিফলোযৎ প্রারম্ভস্তদত্র কিমদ্ভুতম্।
নিয়তবিষয়া হ্যেতে ভাবা ন যান্তি বিপর্য্যয়ম্
জনয়তি যতঃ শালের্বীজং ন জাতু যবাঙ্কুরম্ ॥ ৮১ ॥

বিদ্যাবীজ শান্তি ফল করে উৎপাদন,
তাহে ধনরূপ ফল চাহে যেই জন।
বিফল উদ্যম তার হইবে নিশ্চয়,
নিশ্চিত বিষয়ে কোথা হয় বিপর্য্যয় ?
শালিধান্য বীজ কেহ করিলে বপন
যবের অঙ্কুর তাহে লভে কি কখন ? ॥ ৮১ ॥

যদেতে সাধূনামুপরি বিমুখাঃ সন্তি ধনিনো
নচৈষাঽবজ্ঞৈষামপি তু নিজবিত্তব্যয়ভয়ম্।
অতঃ খেদোঽস্মিন্ ন পরমনুকম্পৈব স্ফুরতি
স্বমাংসত্রস্তেভ্যঃ ক ইহ হরিণেভ্যঃ পরিভবঃ ॥ ৮২ ॥

ধনিগণ সাধু প্রতি বিমুখ যে হয়,
অবজ্ঞা প্রযুক্ত নহে অর্থ ব্যয় ভয়।

সে হেতু না করি মনে ক্লেশ অনুভব
বরঞ্চ তাহাতে হয় দয়ার উদ্ভব
শ্বাপদে হেরিয়া যথা ভীত মৃগকুল
ব্যয় ভয়ে ধনিগণ সেরূপ ব্যাকুল ॥ ৮২ ॥

পাতালমাবিশসি যাসি নভোবিলঙ্ঘ্য
দিঙ্মণ্ডলং ব্রজসি মানস চাপলেন।
ভ্রান্ত্যা তু জাতু বিমলং ন তদাত্মনীনম্
তদ্ব্রহ্ম সংস্মরসি নির্ব্বৃতিমেষি যেন ॥ ৮৩

কখন পাতালে প্রবেশ করিছ,
কখন আকাশ লঙ্ঘিয়া উঠিছ,
কখন বা দিক্ চক্রেতে ভ্রমিছ
চপলতা বশে সদাই মন;
ভ্রমে নাহি ভাব হিত আপনার,
নাহি চিন্ত পদ পরম পিতার,
প্রবৃত্তিনিবৃত্তি স্মরণে যাঁহার,
তাঁহারে না কর কেন স্মরণ ? ॥ ৮৩ ॥

লক্ষ্মীর্নির্বৃতিমেতি হীনচরিতৈর্যৈরেব তচ্ছিক্ষয়া
কিং নাহদ্যৈব করোমি তামনুচরীং বামাং সকামামপি।
ব্রহ্মাণ্ডে নিপতত্যপি স্খলতি ন প্রায়েণ যেষাং মন-
স্তে যামার্য্যমনস্বিনামনুপদং গন্তাহস্মি নাহহং যদি ॥ ৮৪ ॥

নীচাশয় মানবের আবাসে যথন,
চঞ্চলা কমলা দেখ স্থির ভাবে রন।

পারি না কি তাহাদের শিক্ষা অনুসারে
অনুচরী সমবেশে রাখিতে রমারে ?
কিন্তু, হয় যদি এই ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়
তাতেও যাদের চিত্ত বিচলিত নয়,
না করিলে সেই আর্য্য পদানুসরণ
পারিতাম উক্ত কার্য্য করিতে সাধন॥ ৮৪ ॥

লব্ধাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঘাস্ততঃ কিম্‌
সন্তর্পিতাঃ প্রণয়িনো বিভবৈস্ততঃ কিম্‌।
ন্যস্তং পদং শিরসি বিদ্বিষতাং ততঃ কিম্‌
কল্পং স্থিতং তনুভৃতাং তনুভিস্ততঃ কিম্‌॥ ৮৫ ॥

সর্ব্বকামপ্রদা লক্ষ্মী গৃহে আবদ্ধিলে,
ধনদানে পরিতৃপ্ত স্বজনে করিলে।
রাখিলে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত শরীর
করিলে বিনত পদতলে শত্রুশির,
অনায়াসে হল যেন এসব সাধন
তার পর কি হইবে ভাব কি কখন ? ॥ ৮৫ ॥

নিস্কন্দাঃ কিমু কন্দরোদরভুবঃ ক্ষীণাস্তরূণাং ত্বচঃ
কিং শুষ্কাঃ সরিতঃ স্ফুরদ্‌গুরুগিরিগ্রাবস্খলদ্বীচয়ঃ।
প্রত্যুত্থানমিতস্ততঃ প্রতিদিনং কুর্ব্বদ্ভিরুন্নদ্‌গ্রীবিভি
র্যদ্‌দ্বারার্পিতদৃষ্টিভিঃ ক্ষিতিভুজাং বিদ্বদ্ভিরপ্যাস্যতে ॥৮৬॥

হল কি কন্দবিহীন কন্দর সকল,
বৃক্ষোপরি আর নাহি জন্মে কি বল্কল ?

প্রকাণ্ড পাষাণ খণ্ড খলিত করিয়া ?
বহিত যে নদী তা কি গেছে শুকাইয়া ?
তা না হলে প্রতিদিন কেন সুধীগণ,
ইতস্ততঃ খুঁজি যারে করয়ে ভ্রমণ।
ঊর্দ্ধ মুখে ঘন ঘন করে দৃষ্টিপাত
কতক্ষণ হবে বলি নৃপের সাক্ষাৎ॥ ৮৬॥

কামং শীর্ণপলাশপত্ররচিতাঃ কন্থা দধানো বনে
কুর্য্যাদম্বুভিরপ্যযাচিতসুলভৈঃ প্রাণানুবন্ধস্থিতিম্।
সাঙ্গগ্লানি সবেপিতুং সুচকিতং সস্বেদদাহজ্বরম্
বক্তুং নত্বহমুৎসহে সুকৃপণং দেহীতি দীনং বচঃ॥ ৮৭॥

শীর্ণ পত্রে কন্থা রচি শরীর আবরি,
রব অযাচিত লভ্যবারি পান করি।
কোনরূপে বনে দেহ ধারণ করিব
"দেহি" এই দীনবাক্য কভু না বলিব।
যে কথা বলিতে অঙ্গ হয় সচকিত
স্বেদ, দাহ, জ্বর আদি গ্লানি উপস্থিত।
এ সকল কষ্ট আর সব না কথন
না কবিব দেহি বাক্য মুখে উচ্চারণ॥ ৮৭॥

সত্যং বক্তুমশেষমস্তি সুলভা বাণী মনোহারিণী
দাতুং দানবরং শরণ্যমভয়ং স্বচ্ছং পিতৃভ্যো জলম্।
পূজার্থং পরমেশ্বরস্য বিমলঃ স্বাধ্যায়-যজ্ঞঃ পরম্
ক্ষুদ্ব্যাধেঃ ফলমূলমস্তি শমনং দোষাত্মকৈঃ কিং ধনৈঃ॥৮৮॥

সত্য বলিবার হেতু বাক্য মনোহর
বিনা আয়াসেতে তাহা মিলে বহুতর ।
পিতৃগণে জলাঞ্জলি আশ্রিতে অভয়
শ্রেষ্ঠ দান, এর সম আর কিবা হয়?
ঈশ্বর পূজার লাগি শুদ্ধ উপচার
শ্রুতি পাঠ রূপ যজ্ঞ, সম কিবা আর?
ক্ষুধা ব্যাধি নাশে ফল মূলেতে যখন
দোষাত্মক ধনে তবে কিবা প্রয়োজন ? ॥ ৮৮ ॥

পাণিঃ পাত্রং পবিত্রং ভ্রমণপরিগতং ভৈক্ষ্যমক্ষয্যমন্নম্
বস্ত্রং বিস্তীর্ণমাশাদশকমপমলং তল্পমস্বল্পমুর্ব্বী ।
যেষাং নিঃসঙ্গতাঙ্গীকরণপরিণতিঃ স্বান্তসন্তোষিণস্তে
ধন্যাঃ সংন্যস্তদৈন্যব্যতিকরনিকরাঃ কর্ম্ম নির্ম্মূলয়ন্তি ॥ ৮৯

হস্তকে পবিত্র পাত্র বলি বোধ যার
ভ্রমণ লব্ধ ভিক্ষান্নে পর্য্যাপ্ত আহার ।
সুবিস্তীর্ণ দশদিক্ যাহার বসন
বিশাল মেদিনী যার অমল শয়ন ।
করেছেন যিনি সব সঙ্গ পরিহার,
দৈনিক বৃত্তিতে যার স্পৃহা নাহি আর ।
ধন্য হন ধরাতলে সেই মহাজন
কর্ম্মমূল সদা তিনি করেন ছেদন ॥ ৮৯ ॥

সুখা শয্যা ভূমির্ম্মসৃণমুপধানং ভুজলতা
বিতানঞ্চাকাশং ব্যজনমনুকূলোঽয়মনিলঃ ।

স্ফুরচ্চন্দ্রোদীপঃ স্বধৃতিবনিতাসঙ্গমুদিতঃ
সুখং শান্তঃ শেতে ন খলু ভবভীতোনৃপইব ॥ ৯০ ॥

কর উপাধান যার মেদিনী শয়ন
ব্যজন নির্ম্মল বায়ু চাঁদোয়া গগন ।
পূর্ণ শশধর হয় প্রদীপ যাহার,
ধৃতিরূপা ভার্য্যাসঙ্গে সুখেতে বিহার ।
শান্তি সুখী হয়ে তিনি করেন শয়ন
নহে ভবভীত নরপতির মতন ॥ ৯০ ॥

ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী শান্তিশ্চিরং গেহিনী
সত্যং সূনুরয়ং দয়া চ ভগিনী ভ্রাতা মনঃসংযমঃ ।
শয্যা ভূমিতলং দিশোঽপি বসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনম্
যস্যৈতে হি কুটম্বিনো বদ সখে ! কস্মাদ্ভয়ং যোগিনঃ ॥৯১॥

ধৈর্য্য পিতা, ক্ষমা মাতা, শান্তি ভার্য্যা যাঁর,
সত্য পুত্র, আর দয়া ভগিনী যাঁহার ।
ইন্দ্রিয় সংযম ভ্রাতা, ভূতল শয়ন,
বস্ত্র দশ দিক্, জ্ঞান অমৃত ভোজন ।
এরূপ কুটুম্ব হয় যে যোগী জনার,
কহ সখে, এ জগতে কারে ভয় তাঁর ? ॥ ৯১ ॥

ধিক্ ধিক্ তান্ কৃমিনির্ব্বিশেষবপুষঃ স্ফূর্জন্মহাসিদ্ধয়ো-
নিষ্পন্দীকৃত-শাস্ত্রয়োঽপি চ তমঃকারাগৃহেষ্বাসতে ।
তং বিদ্বাংসমহং ব্রুবে করপুটীভিক্ষান্নশাকেঽপি বা
বালাবক্ত্রসরোজিনীমধুনি বা যস্যাঽবিশেষোরসঃ ॥ ৯২ ॥

শান্তি রস আস্বাদন, পাইয়াছে যেই জন
মহাসিদ্ধি প্রকাশিত হইয়াছে যাঁর
তমোগৃহ কারাগারে, বসতি ছাড়িতে নারে
কৃমি নির্ব্বিশেষ দেহ ধিক্ ধিক্ তাঁর,
ভিক্ষালব্ধ করস্থিত, শাক অন্নাদি সহিত
বালার বদনামৃতে নাহি ভেদ জ্ঞান
চিত্ত শুদ্ধি এ প্রকার, হইয়াছে যে জনার
তাকেই সম্মান করি বলিয়া বিদ্বান্ ॥ ৯২ ॥

মার্ত্তলক্ষ্মি ! ভজস্ব কঞ্চিদপরং মৎকাঙ্ক্ষিণী মাস্ম ভূ-
র্ভোগেভ্যঃ স্পৃহয়ালবস্তব বশাঃ কা নিঃস্পৃহাণামসি ।
সদ্যঃ শীর্ণপলাশপত্রপুটিকাপাত্রে পবিত্রীকৃতে
ভিক্ষাশক্তুভিরেব সম্প্রতি বয়ং বৃত্তিং সমীহামহে ॥ ৯৩ ॥

কর মা কমলা অন্য জনারে ভজনা
আমার আকাঙ্ক্ষা আর এখন কর না ।
ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণ অধীন তোমার
তোমারে কি প্রয়োজন নিঃস্পৃহ জনার ?
পত্র পুটে ভিক্ষালব্ধ শক্তু আহরণ,
করিয়া ধরিতে দেহ বাসনা এখন ॥ ৯৩ ॥

জিহ্বে ! লোচন ! নাসিকে ! শ্রবণ ! হে ত্বঙ্ ! মানস ! শ্রূয়তাম্
সর্ব্বেভ্যোঽস্তু নমঃ কৃতাঞ্জলিরহং সপ্রশ্রয়ং প্রার্থয়ে ।
যুষ্মাকং যদি সম্মতং তদধুনা নাত্মানমিচ্ছাম্যহম্
হোতুং ভূমিভুজাং নিকারদহনজ্বালাকরালে গৃহে ॥ ৯৪ ৯৪ ।

ও হে জিহ্বা চক্ষু কর্ণ নাসিকা আমার
অভিলাষ হইয়াছে কিছু বলিবার ।
কৃতাঞ্জলি হয়ে সবে করি নমস্কার
আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমা সবাকার ।
তোমাদের এতে যদি অভিমতি হয়,
পরিত্যাগ করি এবে নৃপের আশ্রয় ।
তাঁদের অবজ্ঞারূপ অনলেতে আর
ইচ্ছা নাহি মম প্রাণ আহুতি দিবার ॥ ৯৪ ॥

গতঃ কালো যত্র দ্বিচরণপশূনাং ক্ষিতিভূজাম্
পুরঃ স্বস্তীত্যুক্ত্বা বিষয়সুখমাস্বাদিতমভূৎ ।
ইদানীমস্মাকং তৃণমিব সমস্তং কলয়তাম্
অপেক্ষা ভিক্ষায়ামপি কিমপি চেতস্ত্রপয়তি ॥ ৯৫ ॥

দ্বিপদবিশিষ্ট পশু নৃপতি সদন
করিতাম স্বস্তি বলি আশিষ যখন
বিষয় সুখ আস্বাদে ছিল তবে মতি
গিয়াছে সে কাল আর নাহি তাতে রতি ।
এবে সব দ্রব্যে হয় তৃণতুল্য জ্ঞান
ভিক্ষা অপেক্ষায় হয় সঙ্কুচিত প্রাণ ॥ ৯৫ ॥

পূর্ব্বস্তাবৎ কুবলয়দৃশাং লোললোলৈরপাঙ্গৈ
রাকর্ষদ্ভিঃ কিমপি হৃদয়ং পূজিতা যৌবনে শ্রীঃ ।
সম্প্রত্যস্ত নিহিত-সদসত্তাবলব্ধ-প্রবোধ—
প্রত্যাহারৈর্বিশদহৃদয়ে বর্ত্ততে কোঽপি ভাবঃ ॥ ৯৬

কমলাক্ষী রমণীর চঞ্চল নয়নে,
আকর্ষণ, করিত পূর্ব্বেতে যেই মনে,
নিয়ত হইত যেই হৃদয় মাঝারে,
যৌবন সৌন্দর্য্য পূজা প্রীতি সহকারে,
সদসদ্ সজ্ঘর্ষণে প্রবোধ উদয়,
হইয়াছে মনে, নাশি পূর্ব্ব বৃত্তিচয়,
নিজ বৃত্তি ইন্দ্রিয় করেছে পরিহার,
হৃদয়ে বিশুদ্ধ ভাব হয়েছে সঞ্চার ॥ ৯৬ ॥

দিশোবাসঃ পাত্রং করকুহরমেবাঃ প্রণয়িনঃ
সমাধানং নিদ্রা শয়নমবনী মূলমশনম্।
কদৈতৎ-সম্পূর্ণং-মম হৃদয়বৃত্তেরভিমতম্
ভবিষ্যত্যব্যগ্রং পরমপরিতোষোপচিতয়ে ॥ ৯৭ ॥

কবে চিত্ত বৃত্তি নাশ, দশদিক্ হবে বাস
ফল মূল হইবে অশন।
পাত্র মাত্র করতল শয্যা হবে ভূমিতল
সুখে যাহে করিব শয়ন ॥
আসিবে সে দিন কবে, বিষয় বাসনা যবে
হৃদয় হইতে দূর হবে
কবে এ সমস্ত ধন, পাইয়া আমার মন
পরম সন্তুষ্ট হয়ে রবে ॥ ৯৭ ॥

কদা ভিক্ষাভক্তৈঃ করকলিতগঙ্গাম্বুতরলৈঃ
শরীরং মে স্থাস্যত্যুপরত-সমস্তেন্দ্রিয়-সুখম্।

কদা ব্রহ্মাভ্যাস-স্থিরতনুতয়াঽরণ্যবিহগাঃ
পতিষ্যন্তি স্থাণু-ভ্রমহত-ধিয়ঃ স্কন্ধশিরসি ॥ ৯৮ ॥

ইন্দ্রিয়গণ আমার, সুখ ভোগ পরিহার
করিয়া নিবৃত্তি কবে হবে ?
ভিক্ষা অন্ন-করতলে, মিলাইয়া গঙ্গাজলে
ভুঞ্জিয়া শরীর সুখে রবে।
ব্রহ্ম আরাধন মন, হবে সমাধি মগন
শরীর হইবে স্থিরতর।
পত্র হীন বৃক্ষ মনে, করিয়া বিহঙ্গগণে
আসিয়া বসিবে শিরোপর ॥ ৯৮ ॥

রথ্যান্তশ্চরতস্তথা ধৃত-জরৎকন্থাঞ্চলস্যাঽধ্বগৈঃ
সত্রাসঞ্চ সকৌতুকঞ্চ সকৃপং দৃষ্টস্য তৈর্নাগরৈঃ।
নির্ব্ব্যাজীকৃত-চিৎসুধারসমুদা নিদ্রায়মাণস্য মে
নিঃশঙ্কঃ-করটঃ কদা করপুটী-ভিক্ষাং বিলুণ্ঠিষ্যতি ॥ ৯৯ ॥

কবে আমি ছিন্ন কন্থা করিয়া ধারণ
ইতস্ততঃ পথে পথে করিব ভ্রমণ ?
দেখিবে আমারে যত নাগরিকগণে,
সভয়ে, কৌতুকে, কেহ করুণ নয়নে।
সুনির্ম্মল জ্ঞানামৃত করি আস্বাদন
সমাধি নিদ্রায় কবে হইব মগন
করস্থিত ভিক্ষালব্ধ অন্ন কাকগণ
নির্ভীক হইয়া সবে করিবে লুণ্ঠন ॥ ৯৯

মাতর্মেদিনি ! তাত মারুত ! সখে জ্যোতিঃ ! সুবন্ধো জল !
ভ্রাতর্ব্যোম ! নিবদ্ধ এষ ভবতামস্তু প্রণামাঞ্জলিঃ ।
যুস্মৎসঙ্গবশোপজাত-সুকৃতোদ্রেক-স্ফুরন্নির্ম্মল-
জ্ঞানাপাস্তসমস্তমোহমহিমা লীয়ে পরে ব্রহ্মণি ১০০

মাতর্ধরে সখে ! জ্যোতি ! তাত সমীরণ !
পরম বন্ধু সলিল ! হে ভ্রাতঃ গগন !
কৃতাঞ্জলি হয়ে সবে করি নমস্কার,
তোমাদের সম্মিলনে সুকৃতি সঞ্চার ।
যাহাতে নির্ম্মল জ্ঞান হইয়া স্ফুরিত
করেছে প্রবল শত্রু মোহে দূরীকৃত ।
জ্ঞানের প্রভাবে চিত্ত বৃত্তি সমুদয়
অবাধে হয়েছে এবে পর ব্রহ্মে লয় ॥ ১০০ ॥

“সম্পূর্ণম্”